Department of Patents, Designs and Trade Marks

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডাইরী নং-
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অ: ও প্র:)
(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পে: ও ডি:)
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ডাব্লিউটিও)
তারিখের মধ্যে উপস্থাপন করুন।
রেজিস্ট্রার ০৬/০১/২০২১

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

November, 2020

GI Journal No. 08

Published on : 06 JAN 2021

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-২৭

আবেদনের তারিখ : ২৪-০৯-২০১৭

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং-২৭ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রাজশাহী সিল্ক" যা শ্রেণি ২৫ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "রাজশাহী সিল্ক"

শ্রেণি ঃ ২৫

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

খ) ঠিকানা ঃ ডাকঘর-পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী-৬২০৭।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ রাজশাহী সিল্ক উৎপাদনকারীগণের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী আরো উৎপাদনকারীগণের নাম তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ মালবেরি রেশম।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

- রাজশাহী সিল্ক মালবেরি সিল্ক যা প্রাণিজ তন্তু ও প্রোটিনাস ফাইবার।
- বিশ্বে যে সকল বস্ত্র সামগ্রী উৎপাদন হয় তার মধ্যে রাজশাহীর সিল্ক বস্ত্র অত্যন্ত কোমল ও আরামদায়ক।
- রাজশাহীর সিল্কের চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা অতুলনীয়।
- স্বাভাবিক অবস্থায় রাজশাহী সিল্কে শতকরা ১১ ভাগ জলীয় অংশ বিদ্যমান থাকে। এ কারণে শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই রেশম বস্ত্র পরিধেয় হিসেবে আরামদায়ক।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য রেশম এর কথা বলতে প্রথমেই ল্যাটিন "Serio" শব্দ থেকে সেরিকালচার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। "Serio" শব্দের অর্থ "Silk" বা রেশম। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক রেশম উৎপাদন করা হয় তাকেই সেরিকালচার বলা হয়। সেরিকালচার একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। এ শিল্পের মূল উৎপাদনই হল রেশম।
- সেরিকালচারের দু'টো অংশ একটি কৃষি এবং অপরটি শিল্প। কৃষি অংশের মধ্যে রয়েছে তুঁতচাষ, রেশম ডিম উৎপাদন এবং রেশম পোকা পালন তথা রেশম গুটি উৎপাদন। আর শিল্প অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রিলিং, উইভিং, ডায়িং, প্রিন্টিং প্রভৃতি। অনেকে রিলিংকেও কৃষি অংশের মধ্যে বিবেচনা করে থাকেন। রেশম পোকা পালনকে স্থানীয় ভাষায় "পলুপালন" বলা হয়। তুঁতচাষ ও পলুপালনকে একত্রে "রেশম চাষ" বলা হয়।
- রেশম পোকা (Silk Worm) ২০-২২ দিন তুঁত পাতা খাওয়ার পর রেশম পোকা মুখ নিঃসৃত লালা থেকে রেশম গুটি তৈরি হয়। এ রেশম গুটি থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রেশম সুতা তৈরি হয়। এ সুতা থেকে রেশম কাপড় তৈরি হয়।

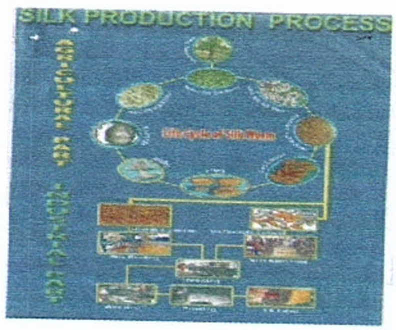

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

তুঁতচাষ ঃ

রেশম পোকা তুঁতপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাই পলুপালন করার জন্য প্রথমে তুঁতগাছের আবাদ করতে হয়। একেই তুঁতচাষ বলে। তুঁতগাছের ইংরেজি নাম "Mulberrz"। বৈজ্ঞানিক নাম Morus। মোরাস ল্যাটিন শব্দ। ফরাসী ভাষায় তুঁতগাছকে Muries, ইটালী ভাষায় gelso এবং জাপানী ভাষায় একে iewwa বলে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তুঁতগাছ আবাদি-অনাবাদি এবং যে কোন উঁচু ফাঁকা জমিতে চাষ করা যায়। তুঁতচাষে প্রকৃত আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না।

পলুপালন ঃ

রেশম পোকাকে স্থানীয় ভাষায় "পলু" বলা হয়। রেশম পোকার ইংরেজী নাম Silkworm। বৈজ্ঞানিক নাম Bombzx mori. পলুঘরে বাঁশের চাটাই তৈরি ডালাতে রেখে পলুপালন করা হয়। শিশু বাচ্চাকে যেমন লালন পালন করতে হয় তেমনি পলুকেও বিশেষ যত্নের সাথে উপযুক্ত পরিবেশে পালন করতে হয়। পলু ২২-২৫ দিন পালন করার পর "রেশম গুটি" তৈরি করে। রেশম গুটি রেশম শিল্পের কাঁচামাল। এ রেশম গুটি থেকেই রেশম সুতা উৎপাদন করা হয়।

রিলিং :

রেশম গুটি থেকে রিলিং মেশিনের সাহায্যে সুতা উত্তোলনের পদ্ধতিকে "রিলিং" বলে। রিলিং মেশিন থেকে উৎপাদিত সুতাকে "কাঁচা রেশম" বলে। কাঁচা রেশমের গায়ে "সেরিসিন" নামক আঠালো বস্তু থাকে।

উইভিং বা বয়ন ঃ

রিলিং থেকে উৎপাদিত কাঁচা রেশম বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রসেস করে তাঁত মেশিনে কাপড় বোনা হয়। একে উইভিং বা বয়ন বলা হয়।

ডাইং প্রিন্টিং :

কাপড় বোনার পর তা শোভা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রং ও ছাপা ব্যবহার করা হয়। একে ডাইং ও প্রিন্টিং বলে। সুতা রং করার পরও রঙিন সুতা দিয়ে কাপড় বোনা হয়।

রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য সুতা প্রক্রিয়াকরণ (ইয়ার্ন প্রসেসিং) :

রেশম শিল্পের শেষ উৎপাদন হচ্ছে রেশম বস্ত্র যা থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র সামগ্রী তৈরি করা হয়। কাঁচা রেশম হতে রেশম বস্ত্র উৎপাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলো প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য বস্ত্র শিল্পের অনুরূপ হলেও বিশেষত রেশম শিল্পের বেলায় রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচা রেশম (রেশম সুতা) প্রক্রিয়াকরণে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। এর মূল কারণ এই যে, কাঁচা রেশমে কতগুলো রেশম গুটির একক তন্তু একত্রে জড়ানো অবস্থায় আঠায় সংবদ্ধ থাকে। এতে পাক থাকে না। সেরিসিন নামক একটি আঠালো পদার্থে তন্তুগুলো একত্রে লাগানো থাকে। এ অবস্থায় কাঁচা রেশম থেকে সরাসরি বস্ত্র বয়ন করা হলে পরবর্তীতে রং ও ছাপার প্রয়োজনে ডিগামিং করার সময় ঐ আঠালো পদার্থ চলে গিয়ে একক তন্তুগুলো আলাদা হলে সুতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এর ফলে এরূপ অপাকানো কাঁচা রেশম দিয়ে গুণগতমানের রেশম বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হয় না। গুণগতমানের রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য অন্ততপক্ষে টানার (ওয়ার্প) কাঁচা রেশম দোতার (পাই) করে পাকিয়ে (টুইস্ট) ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। তবে গুণগতমানের রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য অবশ্যই বস্ত্রের টানা ও পড়েন উভয় দিকেই উন্নতমানের পাকানো রেশম সুতা ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কাঁচা রেশমকে পাকানোর পর বস্ত্র বয়ন উপযোগী যে সুতা তৈরি হয় তাই রেশম সুতা বা Silk Yarn ।

থ্রোইং ঃ

রেশম তাঁতে ব্যবহারের জন্য টানা ও পড়েনের সুতা যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্ত্র বয়ন উপযোগী করে পাকিয়ে প্রস্তুত করা হয় তাকে থ্রোইং বলা হয়। থ্রোইং শব্দের অর্থ রেশম পাকানো। কাঁচা রেশম (অপাকানো রেশম সুতা) এ প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে পাকিয়ে (টুইস্ট) রেশম সুতায় পরিণত করা হয়। গুণগতমানের রেশম বস্ত্র তৈরির জন্য থ্রোইং অপরিহার্য। এর পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ববিন ওয়াইন্ডিং
- ডাবলিং
- টুইস্টিং
- পাক স্থায়ীকরণ
- রি-ববিন
- রি-হ্যাঙ্কিং
- রি-ওয়ান্ডিং
- বান্ডেলকরণ

বস্ত্র বয়ন বা উইভিং ঃ

বস্ত্র বা কাপড় তৈরি করতে দুই সেট সুতার প্রয়োজন হয় (১) টানা (ওয়ার্প) (২) পড়েন (ওয়েফট)। টানা কাপড়ের লম্বা দিক এবং পড়েন প্রস্থ দিক। তাঁত বা লুম-এ কাপড় তৈরি করতে এ দু'সেট সুতা একটি নিয়মে পরস্পর সমকোণে বন্ধনী হয়ে থাকে। টানার সুতাকে এন্ড এবং পড়েন সুতাকে পিক বলে। ডিজাইন অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়মে তাঁতে টানার সুতা প্রতি পিকের জন্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সেড তৈরি করে। মাকুর সাহায্যে পড়েনের সুতা ঐ সেড-এর ভেতর প্রবেশ করা মাত্র সানার সাহায্যে বিট আপ করে কাপড় বোনা হয়। এভাবে প্রতি পিক পূর্ববর্তী পিক বা খেইয়ের গায়ে নির্দিষ্ট স্থানে বিট আপ করে বসানো হয়। তাঁত বা লুজ এ কাপড় বুননের জন্য প্রথমে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় কাপড়ের নির্দিষ্ট বহরের টানা সুতার একটি স্তরের ওয়ার্প বিম তৈরি করে তাঁতে বা লুমে স্থাপন করতে হয়। টানা তৈরির এ প্রক্রিয়াই হচ্ছে ওয়ার্পিং বা টানা প্রকরণ। পড়েনের সুতাকে (ট্রাম) পার্ন ওয়াইন্ডিং পার্ন বা নলিতে জড়িয়ে নলিকরণ করতে হয়।

ডিগামিং ঃ

রেশম সুতার মূল তন্তুর নাম ফাইব্রইন। এ ফাইব্রইনের উপরিভাগ ঘিরে আঠা জাতীয় পদার্থের এক আবরণ থাকে যার নাম সেরিসিন। এ ছাড়াও সামান্য পরিমাণ মোম, কার্বোহাইড্রেট, অজৈব পদার্থ, প্রাকৃতিক রং ইত্যাদি অবিশুদ্ধ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। রেশম রঞ্জন ও ছাপার পূর্বেই এ সেরিসিন ও অন্যান্য অবিশুদ্ধ পদার্থগুলো তন্তুর গা থেকে দূরীভূত করতে হয়। ফাইব্রইনের গা থেকে সেরিসিন বা আঠা জাতীয় পদার্থ দূরীভূত করার পদ্ধতিকে ডিগামিং বা খারাই বলে। সাধারণতঃ বাণিজ্যিকভাবে সাবান সোডার দ্রবণে সেদ্ধ করে ডিগামিং করা হয়ে থাকে। ডিগামিং এর জন্য উৎকৃষ্ট নিরপেক্ষ ক্ষারমুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হবে। ক্ষারমুক্ত সাবান ব্যবহার করা হলে অন্যান্য প্রাণীর তন্তুর ন্যায় রেশমের ক্ষতির আশংকা থাকে। ডিগামিং এর জন্য মৃদু পানি উত্তম।

রেশম রঞ্জন (ডাইং) ঃ

রেশমকে অধিক আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য রেশম সুতা ও বস্ত্র রঞ্জন করা হয়ে থাকে। বড় কারখানাগুলোতে ডাইং পান্টে হ্যাংক ডাইং মেশিনে সুতা এবং জিগার ডাইং মেশিনে বস্ত্র রঞ্জন করা হয়ে থাকে। রেশমের রঞ্জন প্রণালী সহজ হলেও মানসম্পন্ন রঞ্জনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সরঞ্জামাদি, দক্ষ জনবল এবং ভালমানের রং। অধিকাংশ শ্রেণির রং-এর প্রতি তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। ডাইরেক্ট Re-active, এজো, বেসিক কালার, দ্রাব্য ভ্যাট কালার, এসিড কালার ইত্যাদি শ্রেণির রং দিয়ে রেশম রঞ্জন করা হয়। তবে রেশম রঞ্জন শিল্পে এসিড কালারের ব্যবহারই সর্বাধিক। বিভিন্ন শ্রেণির রং ছাড়াও টিন, লোহা, ক্রোমিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি মর্ডেন্ট সহযোগে হরিতকি, খয়ের, নীল, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি উদ্ভিদজাত উপাদান দিয়ে সহজেই সুন্দর রং করা যায়।

বস্ত্র ছাপা (প্রিন্টিং)

বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা বা ডিজাইন মাফিক বস্ত্রের স্থান বিশেষ রং স্থাপন বা প্রতিস্থাপন করে বস্ত্রকে অলংকৃত করার প্রক্রিয়ার নাম প্রিন্টিং বা ছাপা। প্রিন্টিং বা ছাপার মাধ্যমে বস্ত্রকে অলংকৃত করে ক্রেতা সাধারণের নিকট ব্যবহার উপযোগী ও অধিকতর আকর্ষণীয়ভাবে বাজারজাতকরণ করা হয়। রেশম বস্ত্র প্রিন্টিং-এর জন্য বিভিন্ন প্রণালী ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সব প্রণালীগুলো হচ্ছে বক প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং, ব্রাশ প্রিন্টিং, রোলার প্রিন্টিং, ডিসচার্জ প্রিন্টিং ইত্যাদি। এদেশে বক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং বেশি প্রচলিত।

ছাপানো বস্ত্রের রং স্থায়ীকরণ বা পাকাকরণ ঃ

রেশম বস্ত্র ছাপানোর পর এসিড কালারের ক্ষেত্রে স্টিমিং চেম্বার এ ৩০-৬০ মিনিট সরাসরি স্টিমিং করে রং পাকা করা হয়। তবে স্টিমিং চেম্বার না থাকলে কটেজ স্টিমারে ৩-৩.৫০ ঘন্টা স্টিমিং করতে হবে। অতঃপর এ বস্ত্র চলমান পানিতে উত্তমরুপে ধুয়ে নিতে হবে যাতে বস্ত্রের গায়ে আলগা রং, আঠা বা কোন অবাঞ্চিত পদার্থ না থাকে। ধোয়ার প্রাক্কালে ওয়াশিং এজেন্ট হিসেবে লিসাপল ব্যবহার করা যেতে পারে। এর পর হাইড্রো এক্সট্রাক্টর মেশিনের সাহায্যে পানি নিংড়াতে হবে এবং ছায়ায় শুকাতে হবে। মেশিন না থাকলে তোয়ালে বা কোন নরম কাপড়ে জড়িয়ে সাবধানে মুচড়িয়ে পানি নিংড়াতে হবে।

ফিনিশিং

রেশম রঞ্জন ও ছাপা কারখানায় ফিনিশিং প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিকভাবে ফিনিশিং করা হলে বস্ত্রের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ব্যবহার উপযোগিতা অনেকগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এর উপর ভিত্তি করে বাজারে বস্ত্রের চাহিদা অনেকাংশে নিরূপিত হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েক প্রকারের ফিনিশিং পদ্ধতি উল্লেখ করা হল ঃ

- স্ক্রুপ ফিনিশিং
- স্ক্রুপ ফিনিশিং (সফট)
- সফট হ্যান্ডলিং
- পানির দাগ নিরোধক ফিনিশিং

মাড় শুকানোর পর এ বস্ত্রগুলো সেলাই করে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে লট হিসেবে ক্যালেন্ডারিং মেশিনের সাহায্যে ক্যালেন্ডারিং করা হয়। বস্ত্র এভাবে ক্যালেন্ডারিং করার পর একটি একটি করে ক্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষান্তে ক্রুটি মুক্ত বস্ত্রগুলো সুবিধা মত আকারে ভাঁজ করে সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় মোড়ক ব্যবহার করে বাজারজাতকরণের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়।

জ) রেশম বস্ত্রের ধরন

এ দেশে উৎপাদিত রেশম বস্ত্র শাড়ি এবং সাটিং হিসেবে ব্যবহার হয়। এ সব শাড়ি এবং সাটিং-এ সাদাসিধে বা পেন বুনন দেয়া হয়। পেন বুননের বিশেষ কয়েক ধরনের রেশম বস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল ঃ

- রেশমী, সাধারণঃ-১
- রেশমী, সাধারণঃ-২
- রেশমী, সাধারণঃ-৩
- বলাকা
- সুপার বলাকা সাটিং
- গরদ-১
- গরদ-২
- রঙিন বলাকা
- রঙিন বলাকা, চেক/স্ট্রাইপ সাটিং
- সুটিং-১
- সুটিং-২

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] :

রাজশাহী সিল্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। সমগ্র দেশে রেশম জাত পণ্যের একটি ব্যবসায়িক নাম (Brand name) "রাজশাহী সিল্ক"। নামের মধ্য দিয়েই পণ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান, উৎসসহ এর ঐতিহ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলায় রেশমের উৎসের প্রমাণক হিসেবে কিছু তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হলো-

a) A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL BY W.W HUNTER-1876 (বই)।

b) BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, RAJSHAHI BY L.S.S. O'MALLEY-1916 (বই)।

c) IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA, PROVINCIAL SERIES, EASTERN BENGAL AND ASSAM -1909 (বই)।

d) মোঃ আব্দুর রশীদ খান এর লেখা "বাংলাদেশ ঐতিহ্য রাজশাহী সিল্ক" (বই)।

ঞ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদন এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এলাকা। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য রেশম উৎপাদনের সম্পৃক্ত এলাকা মানচিত্রে সন্নিবেশ করা হল।

ট) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহীতে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ তুঁতজাত, রেশম কীটের জাত, রেশম প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটির জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতের ৮১টি এবং রেশম কীটের ১১১টি জাত সংরক্ষিত আছে। রাজশাহী সিল্কের চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা অতুলনীয় এবং সমাদৃত। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত রাজশাহী সিল্কের গুণগতমান এবং দেশ বিদেশে এর জনপ্রিয়তার কারণে সম্প্রতি রাজশাহী জেলাকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "Silk Heaven" নামে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। রাজশাহী সিল্ককে ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহীকে অবহিত করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান রেশম পণ্যসমূহ একাধিকবার পরিদর্শন করে ।

ঠ) ব্যবহারকাল ঃ

রাজশাহী সিল্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। সমগ্র দেশে রেশম জাত পণ্যের একটি ব্র্যান্ড নাম হলো 'রাজশাহী সিল্ক'। রাজশাহী জেলা প্রাচীনকাল থেকেই রেশম ও রেশম জাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারতবর্ষের যেকোন অঞ্চলের তুলনায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করে এসেছে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লেখক উইলিয়াম উইলসন হান্টার-১৮৭৬ (বইয়ের পৃষ্ঠা নং-৮২) তাঁর 'A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL' বইয়ের অষ্টম ভলিউমে এ প্রসংগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন যার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো- 'Silk Spinning and Weaving has been Carried on in Rajshahi District for Several Centuries Past' অর্থাৎ রাজশাহী জেলায় রেশম সুতা কাটা এবং রেশম বস্ত্র বুননের কাজ বহু শতাব্দি পূর্ব থেকে হয়ে আসছে।

রাজশাহী সিল্ক সম্পর্কে এ পর্যন্ত পাওয়া পুরাতন দালিলিক তথ্য প্রমাণকের মধ্যে ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে Mr. Holweel এর উদ্ধৃতি দিয়ে তৎকালীন রাজশাহীর কালেক্টর L.S.S. OÕMALLEY-১৯১৬ (বইয়ের পৃষ্ঠা নং-১০৭-১০৮) তাঁর 'BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, RAJSHAHI' বইয়ে লিখেছেন- 'Mr. Holweel, Writing in 1759, mentions six kinds of cloth and raw Silk as being exported from Natore both to Europe and the markets of Bussora, Mocha, Jedda, Pegu, Acheen and Malacca' অর্থাৎ ৬(ছয়) ধরনের রেশম বস্ত্র ও রেশম সুতা নাটোর (তৎকালীন রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত) থেকে ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বসরা, মক্কা, জেদ্দা, পেগু, আচিন এবং মালাক্কার বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি করা হতো। রাজশাহীর বোয়ালিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রেশমের চাষ হতো। অষ্টাদশ শতাব্দি থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত বিশেষ করে রেশমের সুতা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে 'বোয়ালিয়া' ছিল উত্তর বঙ্গের মধ্যে একমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র। সে সময় স্পান সিল্ক হতে মোটা বস্ত্র বুনন করা হতো যা স্থানীয় ভাষায় 'মটকা' নামে পরিচিত ছিল। ১৯০১ খ্রিঃ ইউরোপিয়ানরা রাজশাহীর সারদা, কাজলা এবং শিরোইল এ তিনটি সিল্ক ফ্যাক্টরী চালু করেছিল (Ref. IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA, PROVINCIAL SERIES, Book Page No.204-205) । এছাড়া মোঃ আব্দুর রশীদ খান এর লেখা 'বাংলাদেশের ঐতিহ্য রাজশাহী সিল্ক'-১৯৯৮ (বইয়ের পৃষ্ঠা নং-৩-৫) বইয়ে ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ বা তার পূর্ব হতেই রাজশাহীতে রেশম পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার হয়ে আসছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

ড) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

- বিশ্বে যে সকল বস্ত্র সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার মধ্যে রেশম বস্ত্র পরনে কোমল ও আরামদায়ক।
- রেশমের চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা অতুলনীয়।
- বায়ু থেকে আর্দ্রতা আহরণ করে তা ধারণ করার ক্ষমতা রেশমের সবচেয়ে বেশী। স্বাভাবিক অবস্থায় রেশমে শতকরা ১১ ভাগ জলীয় অংশ বিদ্যমান থাকে। যে কারণে শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই রেশম বস্ত্র পরিধেয় হিসেবে আরামদায়ক। এসব গুণাবলি থাকার কারণে রেশমকে "বস্ত্রের রাণী" বলা হয়।

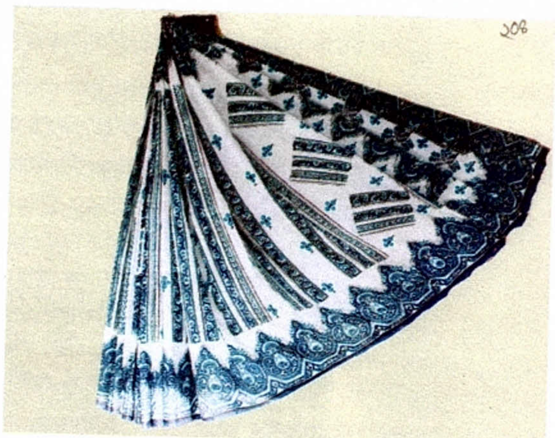

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-প্রসেস শাখা-৬৯৮/২০-২১/শিল্প-১০-১২-২০২০-১২০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Md. Asaduzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Maksuda Begum Siddika, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.